ভারত-GCC ট্রোইকা মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক, নিউ ইয়র্ক (25 সেপ্টেম্বর, 2026)

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের 81তম অধিবেশনের অবসরে ভারত-গাল্ফ কোঅপারেশন কাউন্সিল (GCC) ট্রোইকা মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর। ট্রোইকা পর্যায়ে GCC-এর প্রতিনিধিত্ব করেন বাহরিনের বিদেশমন্ত্রী মহামহিম ডঃ আবদুললতিফ বিন রশিদ আল জায়ানি; GCC-এর সেক্রেটারি জেনারেল মহামহিম জাসেম মহম্মদ আলবুদাইভি এবং সৌদি আরবের বিদেশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মহামহিম আদেল আল-জুবেইর। UAE-এর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিমন্ত্রী মহামহিম রীম আল হাশেমি, কাতারের বিদেশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মহামহিম সুলতান আল মুরাইখি, ওমান MoFA-এর সংস্থাসমূহ বিভাগের ডিরেক্টর মহামহিম রাষ্ট্রদূত মহম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল কুতবি এবং কুয়েতের বিদেশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মহামহিম রাষ্ট্রদূত হামাদ আল মারি-ও বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

2. নেতৃবৃন্দ 09 সেপ্টেম্বর, 2024 তারিখে রিয়াধে অনুষ্ঠিত ভারত-GCC কৌশলগত আলোচনার প্রথম যৌথ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের সাফল্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তাদের যৌথ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। EAM উল্লেখ করেন যে, ভারত ও GCC দেশগুলির মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, যার ভিত্তি হলো প্রাণবন্ত বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত ও GCC দেশগুলির সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। GCC অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় প্রবাসী বসবাস করেন। ভারত ও GCC-এর মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, 2025-26 অর্থবর্ষে দুই পক্ষের মধ্যে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল 178.66 বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

3. নেতৃবৃন্দ ভারত-GCC জয়েন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (JAP) 2024-2028 বাস্তবায়নের পর্যালোচনা করেন, যা ভারত-GCC কৌশলগত আলোচনার প্রথম যৌথ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে গৃহীত হয়। JAP-তে রাজনৈতিক আলোচনা, নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবহণ, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে। তারা উল্লেখ করেন যে, JAP-এর বিভিন্ন ক্ষেত্র ভারত ও GCC দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার গভীরতা ও ব্যাপকতার প্রতিফলন এবং তারা এই বিষয়গুলিতে সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন।

4. নেতৃবৃন্দ 2026 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আলোচনার শর্তাবলী (ToR) চূড়ান্ত হওয়ার পর ভারত-GCC মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পর্কে আলোচনা শুরু হওয়াকে স্বাগত জানান। তারা উল্লেখ করেন যে, FTA স্বাক্ষরিত হলে ভারত ও GCC-এর মধ্যে বাণিজ্যের পূর্ণ সম্ভাবনা উন্মোচিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, এবং এটি বিশ্বকল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে,

রপ্তানির প্রসার ও বহুমুখীকরণে সহায়তা করবে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অর্থনৈতিক সংহতি আরও জোরদার করবে।

5. EAM পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাতের ফলে বাণিজ্যপথে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে জ্বালানি ও সার সরবরাহ করার জন্য GCC দেশগুলিকে ধন্যবাদ জানান। EAM পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি, জৈব জ্বালানি ও গ্রীন টেকনোলজির ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভারত-GCC জ্বালানি অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার উপরেও গুরুত্বারোপ করেন।

6. নেতৃবৃন্দ শিল্পকলা, ঐতিহ্য, যোগব্যায়াম, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে দুই পক্ষের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার গুরুত্বের উপর জোর দেন। EAM ভারতীয় প্রবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাতের সময় তাদের নিরাপত্তা ও সার্বিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য GCC দেশগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

7. নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময়ও করেন। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক জলপথে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে উদ্‌ভূত সমস্যা, বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের জন্য সহায়তা এবং স্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাসবাদের মতো সমসাময়িক সমস্যা মোকাবিলার বিষয়ে আলোচনা হয়। EAM আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার গুরুত্ব এবং সংঘাত নিরসনে আলোচনা ও কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

8. উভয় পক্ষ ভারত-GCC কৌশলগত সংলাপের দ্বিতীয় যৌথ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শীঘ্রই আয়োজনের বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক

25 সেপ্টেম্বর, 2026